যুগান্তর

তারিখ 19 APR 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

রাবির ভিসিকে ক্ষমা চাইতে আ'লীগের আলটিমেটাম

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ অস্বীকার করে উল্টো তাকেই ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতারা। সাত দিনের মধ্যে 'ক্ষমা না চাইলে ভিসির পদত্যাগ দাবিতে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন তারা। শনিবার দুপুরে মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তারা।

তারা অভিযোগ করেন, যোগদানের পর ভিসি ১০ জন বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকের স্বজনকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। যার মধ্যে চারজন ছাত্র-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। এরা হলেন— পরিসংখ্যান বিভাগের জামায়াতপন্থী শিক্ষক রেজাউল করিমের শ্যালক ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের জামায়াতপন্থী শিক্ষক সালাম ভূইয়ার ভাতিজা ইসলামী ছাত্র-শিবিরের সাথী ফয়সাল জামান, সাবেক ছাত্র-শিবির নেতা মোস্তাফিজুর রহমান, ইংরেজি বিভাগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভিসির নিজ গ্রামের সাবেক শিবির নেতা আসিউজ্জামান এবং তার ভাগ্নে সাবেক শিবির নেতা হাবিবুল্লাহকে ফোকলোর বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাবেক ভিসি ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর ছেলে নাঈম ফারুকী ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে, বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাবেক ভিসি আলতাফ হোসেনের মেয়েকে ভূগোল বিভাগে, বিএনপিপন্থী শিক্ষক সাফিউজ্জামানের স্ত্রী চৈতিকে অর্থনীতি বিভাগে, বিএনপিপন্থী শিক্ষক আবুল হোসেন মোল্লার ছেলে তামজীদ হোসেনকে ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে, বিএনপিপন্থী শিক্ষক শহিদুর রহমানের মেয়ে রিদা খাতুনকে দর্শন বিভাগে এবং বিএনপিপন্থী অপর এক শিক্ষকের স্ত্রী রাবেয়া বসরীকে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও ভিসি আঞ্চলিকতার কারণে জামায়াতপন্থী শিক্ষককে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। কিন্তু সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শহীদ ফারুক হোসেনের বোনের চাকরি স্থায়ী করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলেও সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি মাহফুজুল আলম লোটন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন।

কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

রাবির ভিসি লাঞ্ছিত— প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ অব্যাহত : রাবি প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ও এক আওয়ামী লীগ নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। এছাড়া প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের শাস্তির দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সভাপতিদের নিয়ে গঠিত চেয়ারম্যান পরিষদ ও ১৬টি আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষদের সংগঠন প্রাধ্যক্ষ পরিষদ। প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এসএম একরাম উল্যাহ ও চেয়ারম্যান পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ স্বাক্ষরিত পৃথক বিবৃতিতে ভিসির দফতরে সংঘটিত ঘটনাকে দুঃখজনক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি-বিধানের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হয়। শনিবার বেলা ১১টায় ছাত্র ইউনিয়নের দলীয় টেন্ট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সমাবেশ করে।

মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী মামুন হায়দার, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা প্রমুখ। ১৫ এপ্রিল সরকারদলীয় এমপি ওমর ফারুক চৌধুরী রাবি ভিসিকে তার 'পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার' হুমকির ২৪ ঘণ্টা পর দফতরে ঢুকে দলীয় লোকদের নিয়োগের দাবি করে ভিসিসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার।

রাবি ছাত্রলীগের সম্পাদক গ্রুপের নেতাকে মারধর : রাবি প্রতিনিধি জানিয়েছে, পূর্ব শত্রুতার জেরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক খালেদ হাসান বিপ্লব গ্রুপের নেতাকে মারধর করেছে সভাপতি মিজানুর রহমান গ্রুপের নেতারা।